بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া গাম্বিয়ার সদস্যবৃন্দ

"... সর্বদা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে দেখছেন।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৩০ মে ২০২১ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছর বয়সী আহমদী বালকদের অঙ্গ-সংগঠন) গাম্বিয়ার সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আতফাল সদস্যগণ বানজুলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গাম্বিয়ার সদর দপ্তর থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

সভায় যোগদানকারী আতফালের একজন হুযূর আকদাসের কাছে খোদা তা'লার সাথে একটি অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলার সর্বোত্তম মাধ্যম সম্পর্কে জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সর্বোত্তম উপায় এই যে, তোমাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দেখছেন। তুমি যাই করো, আল্লাহ্ তা'লা তা দেখছেন। যখন এ ধরনের চিন্তা-ধারা থাকবে তখন তুমি মন্দ কর্ম করবে না এবং আল্লাহ্

তা'লা যা করতে বলেছেন তা অনুসরণের চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ্ তা'লা যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলোকে পরিত্যাগ করার চেষ্টা করবে। সুতরাং, সবসময় চিন্তা করবে যে, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতিটি কাজ-কর্ম দেখছেন। তুমি মানুষের কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে পারো, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে লুকাতে পারো না।"

আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, দৈনিক পাঁচটি নামায ফরয। তোমাকে অবশ্যই পাঁচ বেলার নামাজ আদায় করতে হবে এবং তোমাকে সিজদায় দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একজন সুদৃঢ় এবং অবিচল (আহমদী) বানান এবং দোয়া করো যেন তোমার সাথে আল্লাহ্ তা'লার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং তিনি তোমার দোয়া শোনেন।"

আরেকজন শিশু হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, একজন ছাত্র কীভাবে সফল হতে পারে এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে উন্নতি করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ছাত্র হিসেবে, তোমাকে অনুধাবন করতে হবে তোমার দায়িত্বসমূহ কী কী। তোমাকে একটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। যদি তুমি বিজ্ঞানী হতে চাও, তাহলে সবসময় স্মরণ রাখবে যে, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি তুমি চিকিৎসক হতে চাও, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে — অনুরূপভাবে, যদি তুমি প্রকৌশলী, আইনজীবী বা অন্য কিছু হতে চাও, সেক্ষেত্রেও। সুতরাং, এভাবে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করো এবং সেটি অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করো।"

আরেকজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, একজন মুসলমানের জন্য তার জন্মদিন উদযাপন করা যথাযথ কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদী শিশু হিসেবে নিজেদের ঘরে তোমরা জন্মদিন উদযাপন করতে পারো; কিন্তু অন্যদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পয়সা খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার পরিবারের সাথে একত্রে বসতে পারো আর কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তা উপভোগ করতে পারো। ... কিন্তু অনেক মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একে এমনভাবে উদযাপন করা যা বিলাসিতা, তার কোন অনুমতি নেই। আমরা কখনও মহানবী (সা.) বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বা অন্য কারো জন্মদিন উদযাপন করি না। সুতরাং, যদি আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন উদযাপন না করি, তাহলে আমাদের নিজেদের জন্মদিন উদযাপনের কীইবা প্রয়োজন? সুতরাং, তোমরা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে একত্রে বসতে পারো আর তোমার মা তোমার জন্য কোন ভালো খাবার প্রস্তুত করতে পারেন, যেমন, কোন কেক বা পেস্ট্রি বা অন্য কোন মিষ্টান্ন বা যে খাবার তুমি পছন্দ করো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, তুমি ঘরে উদযাপন করতে পারো, কিন্তু তোমার সতীর্থ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাবে না, কেননা এটি সময় ও অর্থের অপচয়। এর পরিবর্তে, যদি তোমার যথেষ্ট অর্থ থাকে, তুমি অর্থ দান-খয়রাত করতে পারো যেন গরিব মানুষ তোমার অর্থ থেকে কিছু খাবার উপভোগ করতে পারে। পৃথিবীতে এমন এত বেশি সংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা এমনকি নিজেদের দৈনিক খাবারের মৌলিক চাহিদা থেকেও বঞ্চিত। তারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট, তারা দুর্ভোগে নিপতিত। সুতরাং, বৃথা কোন কিছুর পিছনে অর্থ ব্যয় না করে, তোমাদের উচিত গরিবদেরকে সাহায্য করা।"

খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এর পাশাপাশি, তোমাদের দুই রাকাত নফল নামায পড়ে তোমাদের জন্মদিন উদযাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যে, তিনি তোমাদেরকে এ জীবন দান করেছেন, এবং তোমাদেরকে এতকিছু দিয়ে আশিসমণ্ডিত করেছেন। আর তাঁর সাহায্য চাও এবং দোয়া করো, যেন তিনি সবসময় তোমাকে আরো বেশি দান করেন, যেন তুমি তোমার সম্প্রদায় এবং জাতির জন্য আরও বেশি কল্যাণকর এক সম্পদে পরিণত হতে পারো।"

আরেকজন শিশু হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কেউ খিলাফতকে কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ভালবাসতে এবং এর সেবা করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করে চলো এবং যুগ-খলীফার নির্দেশাবলী অনুসরণ করো, তার অর্থ এই যে, তুমি খিলাফতের ব্যবস্থাপনাকে ভালবাসো।"

যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনা অনুসরণের গুরুত্বের ওপর আরো জোর দিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যুগ-খলীফার প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করো, কেননা যুগ-খলীফা সবসময় তোমাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত ঐ সকল শিক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। সুতরাং, যদি তুমি খলীফাতুল মসীহ্'র নির্দেশনা অনুসরণ করে চলো এবং তার খুতবাসমূহ শোনো, তবে এর অর্থ হল তুমি খলীফাতুল মসীহ্কে ভালোবাসো, আর তুমি খিলাফতের ব্যবস্থাপনার সুরক্ষা করতে এবং এর সাহায্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

একজন তিফল তার এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, হুযূর আকদাস শীঘ্র গাম্বিয়া সফর করবেন।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ঠিক আছে, তাহলে এর জন্য দোয়া করো। দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা’লা যথাসম্ভব শীঘ্র আমাকে গাম্বিয়া সফর করার সুযোগ করে দেন। আমিও গাম্বিয়া সফর করতে চাই। আমি জানিনা তোমরা আমার সফরের জন্য বেশি উদগ্রীব নাকি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি উদগ্রীব! আমাদের উভয়েরই দোয়া করা উচিত। যখন আল্লাহ্ তা’লা আমাদের দোয়া কবুল করবেন, তখন আমি গাম্বিয়া সফর করবো, ইনশাআল্লাহ্, আর তখন সেখানে তোমাদের সাথে সামনাসামনি সাক্ষাত হবে।”